তারিখ ... 30 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ২ .....

যুগান্তর

দুর্নীতির আখড়া পবিপ্রবি পর্ব-২

প্রশ্নবিদ্ধ রিজেন্ট বোর্ড : কোটি কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য

আল আমিন মিরাজ, *দুমকি থেকে*

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে কোটি কোটি টাকা বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। অর্থের বিনিময়ে আবারও চলছে নির্ধারিত পদের অতিরিক্ত নিয়োগের পাঁয়তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. শামসুদ্দিন ও তার সহযোগীদের মদদে রিজেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে ওই নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। যদিও ইতিমধ্যে রিজেন্ট বোর্ডের গ্রহণযোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই। বিতর্কিত ওই রিজেন্ট বোর্ডের মাধ্যমেই নিয়োগ বাণিজ্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নিয়োগের বিপরীতে টাকার ভাগ পাচ্ছেন স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা এমন অভিযোগও উঠেছে।

প্রতিটি নিয়োগের বিপরীতে ৫ থেকে ১৫ লাখ টাকা নেয়া হচ্ছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। এর আগে পবিপ্রবিতে নির্ধারিত পদের অতিরিক্ত নিয়োগ দেয়ায় ৪৯ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতনভাতা বন্ধ করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। যুগান্তরের অনুসন্ধানে ভিসি ও সহযোগীদের ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

প্রশ্নবিদ্ধ রিজেন্ট বোর্ড

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সিন্ডিকেটের নানা নিয়োগ বাণিজ্যের চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে। পবিপ্রবিতে ভিসির দুর্নীতি নিয়ে যুগান্তরে সংবাদ প্রকাশের পর থেকে এ নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন অনেকেই। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তথা পটুয়াখালীতে তোলপাড় চলছে। জানা গেছে, ২০১৫ সালের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশনা দেয়, এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না। অথচ পবিপ্রবিতে ইউজিসির নির্দেশনা অমান্য করে একের পর এক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে যাদের বেতনভাতা দেয়া হয় অন্য খাত থেকে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পবিপ্রবিতে খণ্ডকালীন কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগের বিধান না থাকলেও সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন তার বিদায়ের শেষ মুহূর্তে শতাধিক নিয়োগ দিয়ে যান। বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. মো. শামসুদ্দিন ইউজিসির সঙ্গে কোনো সমন্বয় না করেই খণ্ডকালীন নিয়োগপ্রাপ্তদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেন। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বর্তমান ভিসি পবিপ্রবিতে অবৈধভাবে নির্ধারিত বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে প্রায় দেড়গুণ অতিরিক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। এর মধ্যে ৪৯ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন বন্ধ রয়েছে। অন্য খাত থেকে তাদের বেতনভাতা দেয়া হচ্ছে। এভাবে বেতনভাতা প্রদান করায় বিশ্ববিদ্যালয়টি চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৯ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বর্তমানে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিলিয়ে ৬১ জনের নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এসব পদের বিপরীতের শতাধিক নিয়োগের পাঁয়তারা চলছে। ইতিমধ্যে ২ হাজার ১৬৩ প্রার্থীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। এখন টাকা ভাগবাটোয়ারা ও সিন্ডিকেটের অনুসারী প্রার্থীদের নিয়োগের হিসাব-নিকাশ চলছে। এর মধ্যে শুধু আওয়ামী লীগের দুই প্রভাবশালী নেতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ৪০ জনের তালিকা দিয়েছেন। এর মধ্যে এক নেতার প্রার্থীই ৩৫ জন। ওই প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে চাপে রাখা হয়েছে। এর আগেও অর্থের বিনিময়ে পবিপ্রবিতে শতাধিক ব্যক্তিকে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নিয়োগের বিপরীতে পাওয়া কয়েক কোটি টাকা ভিসি ও তার সহযোগী এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

একাধিক সূত্র জানিয়েছে, সাক্ষাৎকার নেয়া প্রার্থীদের নিয়োগ চূড়ান্ত করতে ৪ জুন রিজেন্ট বোর্ডের সভা ডাকা হলেও তা তড়িঘড়ি করে ১ জুন করার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। যদিও ইতিমধ্যে ওই রিজেন্ট বোর্ডকে অবৈধ দাবি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের একাংশ। ইতিমধ্যে রিজেন্ট বোর্ডকে অবৈধ দাবি করে পটুয়াখালী প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনও করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েটরা এ দাবি করেছেন। গত বছরের ৪ মে এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনও করা হয়। এতে বলা হয় পবিপ্রবির ২০০১ সালে প্রণীত আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে ৫ জন রিজেন্ট বোর্ডে থাকার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আইনের তোয়াক্কা না করে ২০১৩ সালের ৩১ জুন অবৈধভাবে রিজেন্ট বোর্ড গঠন করে। ওই রিজেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে একের পর এক অবৈধ নিয়োগ দেয়া হচ্ছে পবিপ্রবিতে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমেই দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। পিয়ন থেকে শুরু করে সব নিয়োগে ৫ থেকে ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষের লেনদেন হয় বলে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন গ্রাজুয়েটরা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন পবিপ্রবির গ্রাজুয়েট ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. আমিনুল ইসলাম।

এদিকে পবিপ্রবিতে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও নিয়োগ বাণিজ্যের প্রতিবাদে সম্মিলিত দুমকিবাসীর ব্যানারে আন্দোলন চলছে। তারা দাবি করেন পবিপ্রবিতে এ পর্যন্ত শতাধিক লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে যাদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাদের কাছে অনেকেই অভিযোগ করেছেন। কয়েকজন টাকা ফেরত চেয়েছেন বলেও দাবি করেছেন তারা।

পবিপ্রবি রিজেন্ট বোর্ডের সদস্য প্রফেসর জিহাদ পারভেজ যুগান্তরকে বলেন, রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে ৫ জন রিজেন্ট বোর্ডে থাকার নিয়ম রয়েছে। তবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েটদের সংগঠনটি জোরালো নয়। নিয়োগে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের চাপ রয়েছে বলেও স্বীকার করেছেন তিনি। নিয়োগে আওয়ামী লীগ নেতাদের কতজন প্রার্থী রয়েছে এ বিষয়ে তিনি বলেন, যে তালিকার কথা বলা হচ্ছে তার সংখ্যা সঠিক নয়। সব দাবিই মানতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই। তবে দাবির সঙ্গে সমন্বয় করেই কাজ করতে হয় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

পবিপ্রবি ভিসি প্রফেসর ড. মো. শামসুদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, নিয়োগ বাণিজ্যের বিষয়ে আমার কাছে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। আমি আমার শিক্ষকতার জীবনে একটি টাকাও ঘুষ নেইনি। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করা হচ্ছে। গত সাড়ে ৩ বছরেও আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করা হয়নি। মেয়াদের শেষ সময়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করা হচ্ছে।

নিজেদের প্রার্থীকে ভিসি করার জন্যই একটি পক্ষ এমন মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। নিয়োগে রাজনৈতিক চাপের বিষয়টি তিনি স্বীকার করে বলেন, রিজেন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মন্ত্রী-এমপিদের চাপ রয়েছে। তবে আমি চাপের মুখে কোনো সিদ্ধান্ত নিই না। আমি যা কিছু করেছি নিয়ম মেনেই করেছি। তিনি বলেন, ইউজিসির নির্দেশনা না মেনে কোনো নিয়োগ দেয়া হয়নি। সব বিধি অনুযায়ী করা হয়েছে। খণ্ডকালীন লোকবল নিয়োগের বিষয়ে তিনি বলেন, সাবেক ভিসি কি করে গিয়েছেন তা আমি জানি না। তিনি খণ্ডকালীন লোকবল নিয়োগ দিয়ে থাকলে অন্যায় করেছেন। আমার আমলে আমি কাউকে খণ্ডকালীন হিসেবে নিয়োগ দেইনি। ভিসি বলেন, আমার আমলে কোনো শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বন্ধ ছিল না।